RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous Degree College with P.G. Section under University of Calcutta)

B.A./B.SC. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2011

FIRST YEAR

Date : 21/05/2011 **BENGALI (Language)**

Time : 12 noon – 1 pm Paper : II Full Marks : 25

১. যে কোনো একটি প্রশ্নের উত্তর দাও ঃ [15]

ক) আমাদের দেশে প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত - যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পান্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা - যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পান্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পান্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর, তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শন-বিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর - সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার ক'রে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যেদিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে - যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর - আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা - সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল— ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় - লক্ষণ।

অ) ব্যবহারের ভাষা সম্পর্কে প্রাবন্ধিকের মতামত সংক্ষেপে লেখো। [7]

আ) ভাষার ক্ষেত্রে বিদ্বান এবং সাধারণের মধ্যে তফাৎ কি ঘটে? [3]

ই) এক্ষেত্রে সংস্কৃত ভাষার সীমাবদ্ধতা কোথায়? [5]

খ) আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যে সময়ে কাটে সে সময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করছেন, কল্লোল গোষ্ঠীর সাহিত্যকর্মে বাংলাসাহিত্য নব-বিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুবসমাজে জাতীয়-আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালী আর বারো মাসের তেরো পার্বনের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময়, এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে আদায় করল ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন বাংলা, যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি!

আমি যে-কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয় থেকে মুক্ত হতে পারিনি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা ঃ এই বিভক্তবাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটা লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অস্তিত্ব, নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসেবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারেই বলবে।

অ) লেখকের অল্প বয়সে বাংলার রূপ কেমন ছিলো? [5]

আ) তাঁর যৌবনে তিনি কেমন বাংলাকে দেখছেন? [5]

ই) ছবি-করিয়ে হিসেবে তিনি কেমনভাবে বাংলার দর্শকের কাছে পৌঁছতে চেয়েছেন? [5]

২. নিত্যপ্রয়োজনীয় দ্রব্যের মূল্যবৃদ্ধিতে সাধারণ মানুষের অবস্থা কিরকম তা বিবৃত করে, সংবাদপত্রের উপযোগী একটি প্রতিবেদন রচনা করো। [10]

অথবা,

গত বিশ্বকাপ ক্রিকেটে ভারতের সাফল্য নিয়ে সংবাদপত্রের উপযোগী একটি প্রতিবেদন তৈরী করো। [10]